তুষার কবির

শরৎ, সিকি আধুলির পঙ্‌ক্তিগুলো

কিছুই চলে না শুধু বিকিকিনি চলে
সিকি আধুলিতে চলে দরগায় মানত
ভাংতি পঙ্‌ক্তিরা আসে কবি চলে গেলে
খোলা চিঠি না এলেও এসে যায় শরৎ।

ঘুড়িটাও এসে পড়ে উলুর ধ্বনিতে
মেঠো পথ হতে থাকে বৌদির সিঁদুর
ধূপের এ ঘ্রাণ নাচে জলের সিঁড়িতে
শরতে আকাশে বাজে দেবীর নুপুর।

ডাগর জোছনা কাঁদে রূপশালি রাতে
জংশন ভাবে না আর ট্রেনের মাতম
রাধাকে শরতে নয় রাতের করাতে
ফালি ফালি করে কাটে শীতল জখম।

খাপ খোলা তরবারি কুমারীর ছড়ি
প্রসাদ পার্বণে পায় অশ্বিনী দেবতা .
বনঘুঘু পানকৌড়ি জলের প্রহরী
পঙ্‌ক্তিরা শরতে আসে বিশদ জানি তা।

বীণা

দূরের মাদল সুরে কার মুখ ভেসে ওঠে বুঝিনি এখনো! তোমাকে দেখছি এ সন্ধ্যায়, বীণা হাতে, কেয়াবন থেকে কিছুটা আড়ালে, বসে আছ এক গানঘরে। যেখানে হারিয়ে যাওয়া পয়ারের ঘ্রাণে ছুটে আসে এক বিষাদ ময়ূর! বীণা হাতে তুমি বাজিয়ে চলেছ দরবার-ই-কানাড়া, এ সন্ধ্যায়, গোধুলির লালাভ আলোতে! তোমার ভারি নিতম্ব পেঁচিয়ে ধরা কোটা শাড়িতে, তোমার বসে থাকার ঠাটে, সাক্ষাৎ সরস্বতীর মতই লাগছে তোমাকে! তোমার বীণার সুরে বন থেকে ছুটে আসছে ডাগর হরিণ উড়ে আসছে তিরতিরে আমলকী পাতাঠান্ডা সরোবরে ফুটে উঠছে রক্তাভ কোরক আঙুরলতার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে সোনাঝুরি সর্পডাক! জানি, এ সন্ধ্যায়, বীণা হাতে তুমি বসে আছ কেয়াবন পার হয়ে এক গানঘরে!

সোহেল হাসান গালিব

চিঠি

আমারই পাঠানো চিঠি ডাকঘরে ডাকঘরে ঘুরে
এসেছে আমার কাছে ফিরে। সেই ডাকঘর কবে
উঠে গেছে। চলে গেছে ডাক-হরকরা। চিঠি আমি
লিখি নাই, কাউকেই কোনোদিন কিছু লিখি নাই।
আজ লজ্জা পাই। দেখি একখানা খাম— লুপ্ত কোনো
ইতিহাস, কোনো তাম্রশাসনের তামাটে নির্দেশ
নিয়ে উপস্থিত। যেন এসে গেছে চির-স্বার্থপর
শরিকের ধূর্ততায়— মামলার রাজসাক্ষী হতে।

পালাবার পথ কই, যেখানে সবারই সব চেনা!
কিছুরই আড়াল, কোনো অজুহাত ধোপে টিকবে না।

ডেকে ডেকে ঘরে ঘরে এই চিঠি ঘুরে ঘুরে কেন
আমার কাছেই ফিরে এল! কেন ফিরে এল বার্তা,
যদি সে পাঠিয়ে থাকি! কী বিস্ময়ে, ভয়ে আজ এই
চৈত্র-সংক্রান্তির রাতে— অলিন্দে না বারান্দায় করি
চিঠি হাতে পায়চারি। ওই বকুল ও ডাস্টবিন
লাগোয়া দরোজা খুলে ছুটে যাই বাইরে— কে এর
পাঠোদ্ধার করে দেবে, কোনো পাঠ নাই যাতে? জ্যোৎস্না
কেন রং ঢেলে নষ্ট করে তার কাফন-শুভ্রতা!